281553 - ব্যাংক কর্তৃক কিস্তিতে গাড়ি বিক্রি করা বৈধ হওয়ার শর্তাবলি

প্রশ্ন

আমি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করি। সেবা বিভাগ সালাম ব্যাংকের সাথে ও একটি গাড়ি বিক্রির কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আমাদেরকে তার সেবাগুলো নেয়ার ক্ষেত্রে একটি অফার দিচ্ছে। সেটি হলো আমরা ব্যাংককে ৩০ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করব। গাড়ির অবশিষ্ট মূল্য পাঁচ বছরের কিস্তিতে ভাগ হবে। শর্ত হলো প্রতি বছরে গাড়ির মূল্যের ৫% অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো: এই লেনদেন জায়েয; নাকি জায়েয নয়? এই লেনদেনকে বলা হয়: কিস্তিতে বিক্রি সহজীকরণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

উল্লিখিত পন্থায় ব্যাংক কর্তৃক গাড়ি বিক্রি করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তিনটি শর্তে:

এক:

ব্যাংক কারো কাছে গাড়ি বিক্রির আগে গাড়িটির মালিক হতে হবে এবং গাড়িটি কোম্পানি থেকে হস্তগত করতে হবে। কারণ কেউ নিজে যে জিনিসের মালিক নয় সেটি বিক্রি করা হালাল নয়। এর দলিল হলো: নাসাঈ (৪৬১৩), আবু দাউদ (৩৫০৩) ও তিরমিযী (১২৩২) কর্তৃক সংকলিত হাকীম ইবন হিযাম (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোনো লোক আমার কাছে এসে এমন জিনিস কিনতে চায় যা আমার কাছে নেই। আমি কি এভাবে বিক্রি করতে পারি যে, সেটি বাজার থেকে কিনে এনে তাকে দিব? তিনি বলেন: "যা তোমার মালিকানায় নেই তা তুমি বিক্রি করো না।"[হাদীসটি আলবানী সহীহ নাসাঈতে সহীহ বলেছেন]

অন্য বর্ণনায় আছে: "তুমি যদি কোনো পণ্য ক্রয় করো তাহলে সেটি হস্তগত না করা পর্যন্ত বিক্রি করবে না।"[হাদীসটি আহমদ (১৫৩১৬) ও নাসাঈ (৪৬১৩) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (৩৪২) এটাকে সহীহ বলেছেন]

দুই:

কিস্তির মুনাফার কথা গাড়ীর মূল্য থেকে আলাদা করে লেনদেনের চুক্তিতে উল্লেখ না থাকা। উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলা জায়েয হবে না: প্রত্যেক বছর কিস্তির বিনিময়ে ৫% যোগ করা হবে। কারণ এটি লেনদেনকে সুদের মতো করে ফেলে।

কস্তিতিে বক্রিয় প্রসঙ্গে ইসলামী ফকিহ একাডমেরি সদ্ধিান্তে এসছে: “বলিম্বে বক্রিয়রে চুক্তপিত্রে লাভকে বর্তমান মূল্য থকেে আলাদা করে বলিম্বতি সময়রে সাথে সম্পৃক্ত করে লখো শরয়িত জায়যে নইে; চাই এক্ষত্রেে ক্রতো-বক্রিতো পার্সন্টেজি ভত্তিকি লাভরে ব্যাপারে একমত হোক কংিবা প্রচলতি (ব্যাংক) হার অনুযায়ী লাভরে ব্যাপারে একমত হোক।”[সমাপ্ত][ইসলামী ফকিহ একাডমেীর ম্যাগাজনি (ষষ্ঠ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, নং পৃষ্ঠা-১৯৩)]

তনি:

কস্তি পরশিোধে বলিম্বরে কারণে চুক্তপিত্রে কোনো জরমিানার শর্ত না থাকা। কনেনা এটি সুদ।

ফকিহ একাডমেরি উপর্যুক্ত সদ্ধিান্তে আরো এসছে:

“এক: বর্তমান (নগদ) মূল্যরে চয়েে বলিম্বে বক্রিরি মূল্য বশেি হওয়া জায়যে। অনুরূপভাবে বক্রিতি পণ্যরে নগদ মূল্য ও নর্দিষ্টি কয়কে কস্তিরি সময়সীমার মূল্য উল্লখে করাও জায়যে। তবে ক্রতো-বক্রিতো নগদে বা বলিম্বে কোন একটাকে নশ্চিতি না করলে বক্রিয় সঠকি হবে না।

যদি নগদে ও বলিম্বরে মাঝে দ্বধিান্বতি থাকা অবস্থায় বক্রিয় সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ কোনো একটি সুনর্দিষ্টি মূল্যরে উপর উভয় পক্ষ মতক্যে না পৌঁছায় তাহলে এই বক্রিয় শরয়িতরে দৃষ্টতিে অবধে।

তনি: যদি দনোদার ক্রতো তার কস্তিগুলো পরশিোধে নর্ধিারতি সময়রে চয়েে বলিম্ব কর, তাহলে পূর্বরে কোনো শর্তরে জোরে কংিবা শর্ত ছাড়াই দনোদাররে উপর অতরিক্তি কছিু চাপয়িে দওেয়া জায়যে নইে। কারণ এটি হারাম সুদ।”[সমাপ্ত]

এই সকল কছিু তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ব্যাংক কোম্পানি থকেে গাড়টিি কনিে তারপর চাকুরীজীবীর কাছে বক্রি করব।

আর যদি ব্যাংকরে কাজ হয় শুধু অর্থায়ন অর্থাৎ কবেল কোম্পানকিে নগদ অর্থ প্রদান করা, তারপর ব্যক্তি থকেে কস্তিতিে অতরিক্তি পরমিাণসহ অর্থ সংগ্রহ করা, তাহলে এই লনেদনে সুদ। কারণ এর স্বরূপ হলো: ব্যাংক ঐ ব্যক্তকিে গাড়রি মূল্য ঋণ দয়িছে। আর তাকে কস্তিতিে অতরিক্তি পরমিাণসহ ফরেত দওেয়ার শর্তারোপ করছে। আলমেদরে ইজমার ভত্তিতিে এটি সুদ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।